আবাদী জমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, বিকশিত জীবন ও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ-শীর্ষক

মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

স্থানঃ ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন,
চেহেলগাজী, সদর, দিনাজপুর।
তারিখ—৩০ নভেম্বর ২০১৪।
সময় ঃ ১১ঃ০০ টা।

আয়োজনেঃ ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন।

১. ৩০ নভেম্বর ২০১৪ দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার, ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন এ আবাদী জমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, বিকশিত জীবন ও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য জনাব অপর্না রায় লতা, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন "সংস্কৃতির নয়া সেতু "সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব হাবিবুল বসুনিয়া, দৈনিক তিস্তার ষ্টাফ রিপোর্টার জনাব আরিফুল আলম পলস্নব, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান জনাব মামুনার রশিদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ড. মহিদুল হাসান এবং জনাব ড. আদনান আল বাচ্চু, দিনাজপুর সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব আনসার আলী ও সহকারী ভুমি র্কমর্কতা। মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইর স্টাফ রিপোর্টার জনাব শাহ্ আলম শাহী, বিএসডিএ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মতবিনিময় সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট মানবাধিকার সংগঠক জনাব বেলাল হোসেন।

২. সভার শুরম্নতে সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব বেলাল মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক জনাব ড. আবুল হোসেন কে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে একটি পরিচিতিমূলক বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। বক্তব্যে ড. আবুল হোসেন বলেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়টি ১৮ বৎসরের গবেষণার ফসল ।কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের

সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন তার বক্তব্যে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়টিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সরকারী হিসেবে প্রতিবছর ১শতাংশ হারে আমাদের আবাদী জমি কমে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ২০৬০-৭০ সাল নাগাদ আবাদী জমি আর থাকবে না। ২০৫০ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২৪ থেকে ২৮ কোটিতে। এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে? কৃষি কাজের জন্য আবাদী জমি অবশিষ্ট থাকবে না, আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে না। অনেকে বলেন, বিদেশে তো অনেক লোক কাজ করার জন্য যাচ্ছে কিন্তু তারা যদি আমাদের আর না নেয়? বিদেশে সবাই যেতে পারবে না। আবার অনেকে বলেন, আমাদের অনেক লোক গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে। কিন্তু এই সেক্টরটিও ভঙ্গুর, সস্তা শ্রমের জন্য ভবিষ্যতে যদি এই বাজারটি আমরা হারাই, আমাদের চেয়ে সস্তা শ্রম পাওয়ার ফলে আফ্রিকা বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে স্থানান্তরিত হয় বাজারটি তবে এই সেক্টরে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর কী হবে, সেসব আমাদের ভাবতে হবে। তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপের নানা দিক, এর সুবিধাদি তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব, আনসার আলী, শাহ্ আলম শাহী, মামুনার রশিদ, ড. মহিদুল হাসান, ড. আদনান আল বাচ্চু, বিএসডিএ'র আনিসুজ্জামান, হরিষ চন্দ্র রায়, মধাব চন্দ্র রায়, হাবিবুল বসুনিয়া এবং আব্দুস সালাম।

৩. দিনাজপুর সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব আনসার আলী তার বক্তব্যে বলেন জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু চাষাবাদের জমি বাড়ছে না। বিভিন্ন কলকারখানা, মানুষের বসতবাড়ী, ইটের ভাটা স্থাপনের কারনে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে, এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ আমাদের আবাদ যোগ্য জমি থাকবে কি না সন্দেহ। বর্তমানে কৃষি নিয়ে আমরা বহুবিধ সমস্যার সন্মুখিন। ইট ভাটার ধোয়ার কারনে ফল বিশেষ করে আম ও লিচুর উৎপাদন কমে গেছে এবং বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, এ অবস্থা আমাদের কারো কাম্য না। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটি মহতি উদ্দ্যোগ, আমি এর সফলতা কামনা করছি।

৪. দৈনিক তিস্তার ষ্টাফ রিপোর্টার জনাব আরিফুল আলম পল্লব তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে গ্রাম্য পরিবেশ আর নাই। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হেটে যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি আমাদের সন্তানদের আর সে সুযোগ নাই। পাকা রাস্তা আর পাকা দালানের ভিড়ে গ্রাম্য পরিবেশ আজ বিলীন

হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ২০৪০ সালের ভিতরে আমাদের আবাদি জমি শেষ হয়ে যাবে। আগে জমির হিসেব আমরা একরে করতাম, পরবর্তীতে আসলো বিঘার মাপ, এখন আমরা শতকে জমির হিসাব করি, ভবিষ্যতে হয়তো ফুট বা গজে আমাদের জমির হিসাব করতে হবে। আমরা এ অবস্থার উত্তরোন চাই, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটি ভালো বিকল্প হতে পারে। যারা আজকের অতিথি তারা দেশ পূর্ণগঠনের জন্য কাজ করছেন এর জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয় আগে আমাদের শহরের মানুষদের বোঝাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ড. আবুল হোসেন বলেন আমরা পলিসি লেবেল এবং মাঠ পর্যায় সব জায়গায়ই কাজ করছি। আপনারা জেলা পর্যায়ে বড় আকারে মতবিনিময় সভা করতে চাইলে আরো সভা করা যেতে পারে।

৫. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ড. মহিদুল হাসান তার বক্তব্যে বলেনঃ আমাদের দেশের প্রচুর মানুষ রয়েছে যাদের বাসস্থান নেই। আমি কোরিয়ায় দেখেছি ৩৫ ভাগ মানুষ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এ বসবাস করে এবং এব্যাপারে সেদেশের সরকার আন্তরিক। এ ধরনের মতবিনিময় সভা বড় আকারে করে সরকারকে এর সুফল সম্পর্কে বোঝানো যেতে পারে। আমি আয়োজকদের অনুরোধ করবো এধরনের সভা ছাত্রদের নিয়ে করার জন্য। এজন্য আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করবো।

৬. বিএসডিএ আনিসুজ্জামান বলেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ সম্পর্কে আমার ধারনা ছিলনা, কিন্তু এ ধরনের একটি চিন্তা আমার মাথায় ছিল। গ্রামে আগে যেখানে ৩০০ পরিবার বসবাস করত এখন সেখানে ৬০০ পরিবার বসবাস করে। ফলে গ্রামের আয়তন বাড়ছে এবং চাপ পরছে কৃষি জমির উপর। আমি চিন্তা করছিলাম গ্রামকে বাড়তে না দিয়ে সিটি ভিলেজ করা যায় কি না? গ্রামে মানুষ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নাও পছন্দ করতে পারে বা সেখানে যেতে নাও পারে, এজন্য আমাদের একটি সার্ভে করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ অনেক বেশী, প্রতি ইউনিট প্রায় ১৩ টাকা যার বেশীরভাগ সরকার ভূর্তকী দেয়। কৃষিতেও সরকার প্রচুর ভূর্তকী দেয়, সরকার ভূর্তকী না দিয়ে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করতে পারেন। ভূর্তকীর টাকা থেকেও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বা এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ড. আবুল হোসেন বলেন, ইকোনমিক গ্রোথ এর কথা চিন্তা করে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর কথা ভাবা হয়েছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ হবে রাস্তার পাশে এর ফলে যোগাযোগের জন্য বেশী রাস্তার প্রয়োজন

হবে না। জনগন খধহফ ঝযধৎরহম করে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধারনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব, এতে জমির মালিক ও সরকার উভয়ই লাভবান হবেন।

৭. বিএসডিএ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম তার বক্তব্যে বলেনঃ বিভিন্ন গবেষক বলেছেন আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা হবে প্রায় ২৮ কোটি। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধারনাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। আমরা বাস্তবে বিভিন্ন কল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর বিপড়ো কাজ করে যাচ্ছি এজন্য এটাকে পলিটিক্যাল এজেন্ডা হিসেবে নিতে হবে। গ্রামের মানুষ আর কৃষক নেই সবাই শ্রমিক। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ইস্যুটি আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এনজিও এর মত করে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ইস্যুটি ভাবলে চলবে না। রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে বিষয়টি আনতে হবে। আমাদের টাকার সঠিক ব্যবহার করতে হবে, কারন টাকা দিয়ে পরিবেশ কেনা যাবে না। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা এ বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। আসুন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধারনাকে আমরা সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেই।

৮. বরইল গ্রামের কৃষি শ্রমিক জনাব হরিষ চন্দ্র রায় বলেন ঃ বাচ্চা জন্ম হয় ভূমিতে, বড় হয় ভূমিতে এবং একদিন আমরা মারা যাব এই ভূমিতে। যেহেতু আমাদের জমি কমছে তাই আমাদের জীবন আজ বিপন্ন। আমরা ভূমিহীনরা আমাদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। আমরা আগে ঢেকি ছাটা চাল খেতাম এখন আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির কারনে আটো রাইস মিলের চাল খাই। এরকম অনেক ধরনের অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে আজ আমরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত। আমরা কি বাংলাদেশের নাগরিক না? আমাদেরও বাসস্থানের প্রয়োজন আছে।

৯. বনকালী গ্রামের জনাব মাধব চন্দ্র বলেন ঃ আমরা ভূমিহীন মানুষ, খাস জমিতে বসবাস করি। আমরা আমাদের গ্রামে ২০০-৩০০ পরিবার খাস জমিতে বসবাস করি। খাস জমিতে বসবাসের জন্য আমাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্দ্যোগ। এবং আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলে,খাস জমিতে আবাদ করা যাবে, জীবনের ঝুকি নিয়ে খাস জমিতে আর থাকতে হবে না।

১০. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান জনাব মামুনার রশিদ বলেন ঃ আমি পরিকল্পনা বুঝি। পরিবার থেকে দেশ পর্যায়ের পরিকল্পনা

থাকবে। পরিকল্পনা থাকলে, কাজের বাস্তবায়ন, অর্থায়ন, পরিবীড়ান এবং মূল্যায়ন সহ সবকিছু করা সম্ভব। পরিকল্পনা করেই আমাদের আগাতে হবে। এর জন্য জনমত তৈরী করাও দরকার। বিভিন্ন উন্নত দেশে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর মত প্রকল্প আছে।

১১. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ড. আদনান আল বাচ্চু বলেন ঃ আমরা কি চাই সেটা আমরা বুঝি কি না? কুয়েতে আমি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ দেখেছিলাম, আমাদের দেশেও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ সম্ভব। আজকাল শহরে বাসস্থানের জন্য এককভাবে জমি কেনা যায় না, জমি কিনতে হলে অনেকে একত্রে কিনতে হয়। আমাদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য আমি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধারনাকে সমর্থন করি এবং এর বাস্তবায়ন চাই।

১২. সংস্কৃতির নয়া সেতু সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব হাবিবুল বসুনিয়া তার বক্তব্যে বলেন ঃ আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে শরিকদের মধ্যে জমি ভাগ হলে সন্তানের জন্য আর জমি থাকে না। আজকের আলোচনায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়েছে। এখন প্রশ্ন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কিভাবে হবে? রাষ্ট্র করে দিবে না আমরা নিজেরাই করবো? আমরা এই চেহেগাজী ইউনিয়নের কথা চিন্তা করে দেখি, বর্তমানে এই ইউনিয়নে ৫০,০০০ লোক বাস করে। এই চেহেগাজী ইউনিয়নে সর্বোচ্চ ৩ টি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ করে লোকজনের আবাসন সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

ড. আবুল হোসেন বলেন, আপনারা সবাই যে প্রশ্ন করেছেন তাতে সরকারের পলিসি সাপোর্ট লাগবে। যেমন ধরুন আমরা (ইধহমষধফবংয)ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে যে ঋণ পাই তা ৪০ বছরে শোধ করতে হয়। মাথা পিছু মাত্র ১% ইন্টারেস্ট দিতে হয়। আমাদের রিকশাওয়ালাও এই ইন্টারেস্ট দিতে পারবে। অতএব, অর্থায়নের সুযোগ আছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এ শ্রেণীর অবসান হবে। একটি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ করতে প্রচুর শ্রমিক এবং ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অপরদিকে বাঁচানো যাবে কৃষি জমি।

১৩. পরিশেষে সভার সভাপতি জনাব অপর্না রায় লতা কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এর সফলতা কামনা করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।